মনে পড়ে কল্পনা চাকমাকে

কবিতা চাকমা

১৯৯৪ সালের জুন, জুলাই মাস। ঐ সময়ে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসংযোগের কর্মসূচী চলছিলো। সম্ভবত অগাস্ট মাসে আমরা বাঘাইছড়ি কলেজ মাঠে ছাত্র জনসমাবেশের আয়োজন করি। এই সমাবেশেই কল্পনার চাকমার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। ও তখন বাঘাইছড়ি কলেজের আই কমের ছাত্রী। সমাবেশ শেষে এক বাড়িতে আমরা ঘরোয়া আলাপে বসি। আমি তখন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভানেত্রী। ঐ এলাকায় তখনও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের শাখা ছিলো না। আমি উপস্থিত সকল নারী কর্মীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফেডারেশনের শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তারা কি ভাবছেন। কল্পনা বলেছিলো, আন্দোলনে মেয়েদের অগ্রণী ভুমিকা রাখতে হবে, আপনারা সহযোগীতা করলে, আমরা পারবোই। সেইদিনই বাঘাইছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন শাখার কাজ কল্পনা চাকমাকে দেয়া হয়। সেই থেকেই একসাথে পথ চলা। কখনও চিঠিতে, কখনও সামনা-সামনি কল্পনার কাছে শুনতাম বাঘাইছড়িতে সাংগাঠনিক কাজের বাঁধা-বিপত্তি, আনন্দ-বেদনার কথা।

কল্পনা চাকমার সাংগঠনিক দক্ষতার কথা, ওর সাহসের কথা অপহরণ পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে। আজ আমি দৈনন্দিন জীবনে-লড়াইয়ে কল্পনা কতটা নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ছিলো তার উদাহরণ তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। কল্পনা খুব গুছিয়ে, সুর্নির্দ্দিষ্টভাবে বিভিন্ন বিষয় জানিয়ে চিঠি লিখতো। ওর সাথে পরিচয়ের এক বছর খানেক পরে, ১৯৯৫ সালের জুন মাসে আমাদের হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে বেইজিং ১৯৯৫, ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে যাওয়ার কথা ছিলো। আমার কাছে লেখা শেষ চিঠিতে ও লিখেছিলো, "বেইজিং conference যদি যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে আমাদের ১৩ জাতির ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। তবে এ ব্যাপারে যদি আমার যাওয়া হয় পরীক্ষা শেষে চাকমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি নিয়ে এখানকার বুদ্ধিজীবিদের সাথে আলোচনায় বসার কথা রয়েছে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে তখন তুমি আসলেও ভালো হবে (পৃ. ৬৩-৬৫)।" যে কোনও সাংগঠনিক কাজে কল্পনা পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে করার চেষ্টা করতো। কোনও কাজে ফাঁক রাখতো না।

শেষ চিঠিতে কল্পনা ওর এলাকায় একজন ৬৫ বছর বয়সী পাহাড়ী বৃদ্ধার উপর ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা উল্লেখ করে। ও যখন কাজ করতো, তখন লড়াইয়ের সকল ক্ষেত্রকেই (সংগঠিত এবং আইনি লড়াই) সমানভাবে মাথায় রাখতো। কল্পনা আমাকে চিঠিতে এই ঘটনাটা জানিয়েছিলো, কারণ সামনেই আমাদের একটা নারী নির্যাতন বিরোধী মিছিল করার কথা ছিলো। সেই নির্যাতন বিরোধী মিছিলে, প্রত্যন্ত গ্রামের পাাহাড়ী বৃদ্ধার উপর ধর্ষণের চেষ্টার কথাও যেন উল্লেখিত হয়, সে জন্যে ও আমাকে লিখেছিলো। চিঠির সঙ্গে কল্পনা এই ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা, কবে কোথায় ধর্ষণের চেষ্টাটি হয়েছিলো, ধর্ষকের নাম, ঠিকানা এবং ঘটনার শিকার নারীর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার সংযুক্ত করে । ঘটনাটি এমনভাবে রিপোর্ট করেছিলো, যদি কেউ এই ধর্ষণের চেষ্টার রিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নামতে চায়, তাহলে ঘটনা তদন্তের প্রথম পর্যায়ের কাজ ও করে রেখেছিলো। কল্পনার ন্যায্যতার ধারণা (sense of justice) ছিলো এমনই প্রবল। পার্বত্য চট্টগ্রাম তার প্রতিবাদী কন্ঠ, অগ্রণী ভূমিকাকে মনে রাখবে, পাহাড়ে কল্পনা চাকমা নারী নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে আছে, থাকবে।